আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার নিয়মাবলী ও চিহ্নসমূহ:

আন্তর্জাতিক ধ্বনি বর্ণমালা (IPA) মানবভাষার উচ্চারিত শব্দগুলোকে নিখুঁত ও প্রমিতভাবে লিখে রাখার একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি। ভাষাবিজ্ঞান, ভাষা শিক্ষা, এবং বক্তৃতা সংশোধনে এর গুরুত্ব অপরিসীম কারণ এটি লিখিত বর্ণমালার বিভ্রান্তি দূর করে সরাসরি মূল উচ্চারণ নির্দেশ করে।

এর প্রধান গুরুত্বগুলো হলো-

১) সঠিক ও প্রমিত উচ্চারণ: বিশ্বের যেকোনো ভাষার সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য IPA অপরিহার্য। বিভিন্ন ভাষার নিজস্ব বর্ণমালায় শব্দের বানান ও উচ্চারণের মধ্যে প্রায়ই অমিল থাকে, যা IPA-এর মাধ্যমে দূর হয়।

২) ভাষাবিজ্ঞান ও গবেষণা: ভাষাবিজ্ঞানীদের জন্য এটি একটি বৈশ্বিক হাতিয়ার। নতুন কোনো ভাষা বা উপভাষা আবিষ্কার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, ধ্বনিগুলোর সঠিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৩) অভিধান ও ভাষা শিক্ষা: বেশিরভাগ প্রমিত ও আন্তর্জাতিক অভিধানে শব্দের অর্থের পাশাপাশি IPA দেওয়া থাকে, যা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে কোনো শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই সঠিক উচ্চারণ শিখতে।

৪) বাক-চিকিৎসা (Speech Therapy): বাক-রোগ বিশেষজ্ঞ বা স্পিচ প্যাথলজিস্টরা রোগীদের উচ্চারণগত ত্রুটি চিহ্নিত করতে এবং তা সংশোধনের উপায় হিসেবে আন্তর্জাতিক ধ্বনি বর্ণমালা ব্যবহার করেন।

৫) ভিন্ন ভাষা শেখা: যখন কোনো শিক্ষার্থী এমন একটি ভাষা শেখে যার বর্ণমালা সম্পূর্ণ অপরিচিত (যেমন চাইনিজ বা রাশিয়ান), তখন IPA তাদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সেতু হিসেবে কাজ করে।

<u>লিপ্যন্তরীকরণের কিছু নিয়ম</u>:

১) ধ্বনিলিপি সর্বদা বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে রাখতে হবে।

২) ব্যক্তি ও স্থানের (নামবাচক বিশেষ্য) নামের আগে চিহ্ন দিতে হবে।

৩) প্রতিটি ধ্বনির জন্য একটি করেই সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

৪) আন্তর্জাতিক ধ্বনিতালিপি সবসময় তির্যকচিহ্ন অর্থাৎ // এই চিহ্নের মধ্যে থাকবে।

৫) সানুনাসিক ধ্বনিতে স্বরবর্ণের মাথায় সানুনাসিকতার (৩-র চিহ্ন) বসবে। যেমন, বাঁশ/bās/। এখানে আ-এর মাথায় সানুনাসিকতার চিহ্ন বসেছে।

(৬) Capital Letter বা বড়ো হাতের অক্ষর কোথাও ব্যবহৃত হবে না।

(৭) লিপ্যন্তরীকরণের ক্ষেত্রে এখানে লিখিত বানানের কোনো গুরুত্ব নেই। সমস্তটাই হল উচ্চারণ নির্ভর। বর্ণ ধরে এখানে লেখা হয় না, উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হয়। যেমন-ঈশ্বর=ইশশর= ই+শ+শ+অ+র।

(৮) শ্বাসাঘাত বোঝাতে হলে শব্দের পূর্বে ঊর্ধ্বকমার চিহ্ন দিতে হয়। যেমন, সব-/ʻSab/।

৯) 'অ্যা'র দুটি রূপ আছে/ae/,//। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উচ্চারণে অ্যা=/æ/, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অ্যা = //

(১০) তালব্যস্পৃষ্ট 'চ'-এর উচ্চারণ বৈদিক যুগে ছিল, বর্তমানে নেই। সুনীতিবাবুর মত অনুযায়ী সৃষ্ট 'চ' দ্বিব্যঞ্জনে লিখতে হবে। সমস্ত দন্তমূলীয় সৃষ্ট ব্যঞ্জনের উচ্চারণ পূর্ববঙ্গে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় না।

১১) ঈ এবং ঊ দীর্ঘস্বর হলেও উচ্চারণের দিক থেকে 'ই' এবং 'উ'-এর সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই, তাই এদের কোনো আলাদা ধ্বনি নেই। ই এবং উ দিয়েই এদের প্রকাশ করা হয়।

(১২) 'অ'-কার, 'ও'-কার 'এ'-কার, 'অ্যা'-কার-এর উচ্চারণ সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। স্বরসঙ্গতির কারণে 'অ'কার প্রায় সর্বত্রই ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়।

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার চিহ্ন

প্রকৃতি	বাংলা বর্ণ	বাংলা স্বনিম	আন্তর্জাতিক ধ্বনি লিপি
মৌলিক স্বরবর্ণ	অ	/অ/	ɔ
” ”	আ	/আ/	/a/
” ”	ই	/ই/	/i/
	ঈ	/ই/	/i/
মৌলিক স্বরবর্ণ	উ	/উ/	/u/
	ঊ	/উ/	/u/
	ঋ	/রি/	/ri/
মৌলিক স্বরবর্ণ	এ	/এ/	/e/
যৌগিক স্বরবর্ণ	ঐ	/ঐ/	/oi/
মৌলিক স্বরবর্ণ	ও	/ও/	/o/
যৌগিক স্বরবর্ণ	ঔ	/ঔ/	/ou/
মৌলিক স্বরবর্ণ	এ	/অ্যা/	/ae/,/a/
জিহ্বামূলীয় সৃষ্ট ব্যঞ্জন	ক	/ক্/	/k/
” ”	খ	/খ্/	/kh/
” ”	গ	/গ্/	/g/
” ”	ঘ	/ঘ্/	/gh/
” ”	ঙ	/ঙ্/	/ŋ/
তালব্য সৃষ্ট ব্যঞ্জন	চ	/চ্/	/c/

প্রকৃতি	বাংলা বর্ণ	বাংলা স্বনিম	আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি
" "	ছ	/ছ/	/ch/
" "	জ	/জ/	/ɟ/
" "	ঝ	/ঝ/	/ɟʰ/
" "	ঞ	/ঞ/	/n/h/
দন্তমূলীয় সৃষ্ট ব্যঞ্জন	চ	/চ/	/ʦ/
" "	ছ	/ছ/	/s/
" "	জ	/জ/	/dz/
" "	ঝ	/ঝ/	/dzh/
	ঞ	/ন/	n
প্রতিবেষ্টিত (মূর্ধন্য) সৃষ্ট	ট	/ট/	/ʈ/
" "	ঠ	/ঠ/	/th/
" "	ড	/ড/	/d/
" "	ঢ	/ঢ/	/dʰ/
" "	ণ	/ন/	/n/
দন্ত ও দন্তমূলীয় সৃষ্ট ব্যঞ্জন	ত	/ত/	/t/
" "	থ	/থ/	/th/
" "	দ	/দ/	/d/
" "	ধ্	/ধ/	/dʰ/
" "	ন	/ন/	/n/
ওষ্ঠ সৃষ্ট ব্যঞ্জন	প	/প/	/p/
" "	ফ	/ফ/	/ph/
" "	ব	/ব/	/b/
" "	ভ	/ভ/	/bh/
" "	ম	/ম/	/m/
অর্ধস্বর ও অর্ধব্যঞ্জন	য	/জ/	/ɟ/
" "	র	/র/	/r/
" "	ল	/ল/	/l/
" "	ব	/ব/	/b/
উষ্মধ্বনি	শ	/শ/	/S/
" "	ষ	/শ/	/S/
" "	স	/শ/	/S/
" "	হ	/হ/	/h/
অযোগবাহ বর্ণ	ং	/ঙ/	/n/
" "	ঃ	/হ/	/h/
" "	ঁ		/~/
	ড়	/ড়/	ɾ
	ঢ়	/ঢ়/	ɾh
	য়	/য়/	/ĕ/
	ওয়	ওয়	?

চিহ্ন	বিশ্লেষণ ও উদাহরণ
ধ্বনির দৈর্ঘের চিহ্ন — ঃ	যেমন—ই = i, ঈ = i : (বর্তমানে আর এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না)
অনুনাসিকতার চিহ্ন যৌগিক স্বরধ্বনি বা একসঙ্গে দুটি ধ্বনির নিচে দিতে হয়।	যেমন—ই = i, ইঁ = ĩ যেমন—ঐ = ওই = oi
ব্যক্তি ও স্থানের নামের আগে দিতে হয়—*,	যেমন—রামমোহন =*/rammohon/[রোমীয় বর্ণমালায় ব্যক্তি ও স্থানের নামের আগে capital letter ব্যবহৃত হলেও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় ব্যক্তি বা স্থানের নামের আগে capital letter ব্যবহৃত হয় না।
শ,ষ, স, তিনটিরই স্বনিম হল 'শ'— এদের একটিই চিহ্ন; তাহলো S	s-কে বড়ো করে দিতে হবে = S
যখন 'এ'-এর উচ্চারণ 'অ্যা' হবে, তখন লিখতে হবে æ।	যেমন—'এখন' বলি তখন 'এ'-এর উচ্চারণ 'অ্যা' হয়। তাই লিখতে হবে oekhan